الطَرِيْقُ إِلَى قَوَاعِدِ الإِمْلاَءِ

বিশুদ্ধ আরবী লেখার নিয়মাবলী

শাহিদ বিন মোহাম্মদ

الدَرْسُ الأَوَّلُ

হামজা এর সংজ্ঞা

১ হামজা অনান্য হরফের মতো একটি হরফ ।

২। হামজা হলো এমন একটি হরফ যা সকল হরকত গ্রহণ করে । যেমন : إِبْرِيْق، كَأْس، أُمَّة، أَسَد،

৩। হামজা হরফটি শব্দের শুরুতে, মাঝে ও শেষে আসতে পারে। যেমন :

শুরুতে = أَخَذَ , أَكَلَ , أَمَر , إِكْرَام , أُسْوَة

মাঝে = مُؤْمِن, بِئْر, شَأْن, صَائِم,

শেষে = قَرَأَ, هَوَاءٌ, بِنَاء, غِذَاء, لِقَاء, وَضُوْء,

৪। হামজা হরফটিকে বিভিন্ন ভাবে লেখা হয়ে থাকে।

কখন {ا} যোগে, কখনো { و } যোগে, কখনো { ى } যোগে, আবার কখনো একক ভাবে। যেমন:

{ ا } যোগে أَخ, أَب, أَحَد, رَأْس, { ء + ا } = أ

{و } যোগে سُؤَال, شُؤُوْن, مُؤْمِن, { ء + و } = ؤ

{ى} যোগে بَرِئَ, بَادِئٌ, قَارِئٌ, ظَمِئَ, {ء + ى } = ئ

একক ভাবে قِرَاءَة, مِلْء, جَرَاءَة, بَرَاءَة

الدرس الثاني

আলিফ বা আলিফে লীন এর সংজ্ঞা

১। আলিফ অনান্য হরফের মতো একক কোন হরফ নয়।
২। আলিফ সাধারণত শব্দের শুরুতে আসেনা। বরং শব্দের মাঝে ও শেষে আসে । যেমন :

মাঝে = با = {ب + ا} بَاب, سَاعَة, جِدَار, مَاجِد, شَاهِد

শেষে = صا = { ص + ا } عَصَا, دَعَا

৩। আলিফ কোন [১]হরকত গ্রহণ করেনা । যদি তার শুরুতে যবর হয় তখন তাকে আলিফে লীন বলে। যেমন :

تَا = { ت + ا } كِتَاب, خَالِق, سَاعَة

হামজা দুই প্রকার

١ = هَمْزَة الوَصْل

٢ = هَمْزَة القَطْع

الدرس الأوّل

هَمْزَة وَصْل এর সংজ্ঞা

১। هَمزة وَصل হলো এমন হামজা যা সব সময় শব্দের শুরুতে উচ্চারণ হবে। যেমন : اِبْن، اِسْم، اِمْرَأَة،

২। যদি কোন শব্দের পরে هَمزة وَصل আসে তাহলে তার উচ্চারণ হয় না। **যেমন :** هِيَ امْرَأَة مَا اسْمُك, এখানে (اسم ও امرأة) এর আলিফ উচ্চারিত হবে না। উচ্চারণ হবে "মাস্‌মুকা"।

৩। هَمزة وَصل সবসময় খালি আলিফের আকৃতিতে লিখতে হবে। নিচে বা উপরে (ء) এই চিহ্ন থাকবে না যেমন :

ابن, ابنة, اسم, امرأة, اثْنَان

الدرس الثاني

هَمْزَة القَطْع এর সংজ্ঞা

১। هَمزة قَطع হলো এমন হামজা যা সবসময় উচ্চারণ হয়ে থাকে। চায় তা শব্দের শুরুতে আসুক, মাঝে আসুক, কিনবা শেষে আসুক, সবসময় هَمزة القَطع স্পষ্টভাবে উচ্চারণ হবে। যেমন

مَوَاضِعِ هَمْزَةِ الوَصْلِ

(هَمْزَةِ الوَصْلِ ব্যবহারের স্থানমসূহ)

١ = فِي الأَسْمَاء

٢ = فِي الحُرُوْف

٣ = فِي الأَفْعَال

٤ = فِي المَصَادِر

اِبْنٌ ও اِبْنَةٌ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা যা অনেকেই জানেনা

যখন ابن ও ابنة এর শুরুতে هَمزة الوَصل লিখতে হয় না

☞ যখন ابن ও ابنة শব্দদুটি يَا حَرْف النِداء এর পরে আসে। যেমন :

◄ يَا بْنَ خالِد،   يَا بْنَةَ فاطِمَة،   جَزَاك الله خَيْرًا

(মূলত ছিল ابن خالد،   ابنة فاطمة এমন।)

☞ যখন ابن শব্দটি দুই নামের মাঝে আসে।

◄ محمد بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ المُطَّلِبِ بنِ هَاشِم بنِ

খানে ابن এর হামজাকে হজফ করা হয়েছে দুই নামের মাঝে আসার কারনে।

❁ তবে এই দ্বিতীয় নিয়মের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে

১। যখন ابن শব্দটি আগের শব্দের ছিফাত হবে তখন ابن এর আলিফকে হজফ করা হবে। যেমন:

خالدُ بنُ الوَلِيد এখানে ابن শব্দটি خالد এর ছিফাত হয়েছে।

২। যখন ابن শব্দটি এক বচন হবে । যেমন :

◄ أُسامَةُ بنُ زَيْد بنِ حَارِثَة

এখানে ابن শব্দটি সব জায়গাতে এক বচন হয়েছে ।

৩। যখন ابن শব্দটি বাক্যের শুরুতে আসবে না। যেমন :

◄ أَنَس بنُ مَالِك بنِ النَضَر

৪। যখন দ্বিতীয় নামটি প্রথম নামের "পিতা" হবে । যেমন :

محمد بنُ عبدِ الله এখানে عبدِ الله হলো محمد ﷺ পিতা । দাদা না।

৫। যখন প্রথম নাম ও ابن এর মাঝে অন্য কোন শব্দ থাকবে না। যেমন :

جَابِر بْنُ عبدِ الله এখানে (بن ও جابر) মাঝে অন্য কোন শব্দ নেই ।

৬। যখন ابن আগে هَمْزَة الاِسْتِفْهَام আসবে। যেমন :

◄ أَ بنُ عبدِ الله هَذا ؟

অর্থাৎ মূলত هَلْ هَذَا بْنُ عبدِ الله ؟ এমন ।

❖ ❖ ❖ ❖

যখন اِبْنَة এর হামজাকে হজফ করা হবে, তখন (بِنْةٌ) এইভাবে না লিখে (بِنْتٌ) এইভাবে লিখতে হবে। এটাই চলিত নিয়ম। যেমন:

فاطمةُ بِنْت محمد ﷺ

যখন اِبْنٌ ও اِبْنَةٌ এর শরুতে هَمزة وَصل লিখতে হয় ।

১। যখন ابن শব্দটি আগের শব্দের ছিফাত হবে না। যেমন:

محمدٌ ابنُ عبدِ الله এখানে ابن শব্দটি مُحَمدٌ ছিফাত হয় নি। বরং এটা একটি লুকায়িত প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হলো ؟ اِبْنُ مَنْ محمد

মুহাম্মদ কার ছেলে ? উত্তরে বলা হলো محمدٌ ابنُ عبدِ الله (মুহাম্মদ আব্দুল্লার ছেলে।) এখনে তারকীব হলো محمدٌ ابنُ عبدِ الله محمدٌ মুবতাদ, আর ابنُ عبدِ الله হলো খবর ।

২। যখন ابن শব্দটি দ্বিবচন বা বহুবচন হবে । যেমন : দ্বিবচন

◄ خَالِدٌ وَ رَاشِدٌ اَبْنَا بِلَالٍ.

◄ عَائِشَةُ وَ فَاطِمَةُ اَبْنَتَا خَدِيْجَةَ.

বহুবচনে :

◄ خَالِدٌ وَ رَاشِدٌ وَ بِلَالٌ اَبْنَاء شاهِد

◄ عَائِشَةُ وَ فَاطِمَةُ وَ خَدِيْجَةُ ابناء مَرْيَمَ

৩। যখন ابن শব্দটি বাক্যের শুরুতে আসবে। যেমন :

◄ اِبْنُ خَالِدٍ طِفْلٌ جَمِيْلٌ .

◄ اِبْنَةُ خديجةَ طِفْلَةٌ جَمِيْلَةٌ.

৪। যখন দ্বিতীয় নামটি প্রথম নামের "দাদা" হবে। যেমন :

◄ محمد اِبْنُ عبدِ المُطَّلِبِ .

এখানে দ্বিতীয় নামটি عبد المطلب হলো محمد ﷺ দাদা। পিতা না।

৫। যখন প্রথম নাম ও ابن এর মাঝে অন্য কোন শব্দ থাকবে। যেমন : خَالِدُ الذَكِيّ اِبْنُ رَاشِد "মেধাবী খালেদ রাশেদের ছেলে"। এখানে خالد ও ابن মাঝে الذكي শব্দটি এসেছে ।

৬। যখন দ্বিতীয় নামটি প্রথম নামের মা হবে। যেমন :

◄ عِيْسى اِبْن مَرْيَم نَبِيُّ الله .

এখানে مَرْيَم হলো عِيْسى عليه السلام মা ।

❖ ❖ আরো কিছু নিয়ম রয়েছে যা একটু কঠিন এবং বিরল তাই লিখলাম না ।

(هَمزَة القَطع ব্যবহারের স্থানসমূহ)

١ = فِي الأَسْمَاء وَ الضَمَائِرِ

٢ = فِي الحُرُوْف

٣ = فِي الأَفْعَال

٤ = فِي المَصَادِرِ

(زِيَادَةُ الوَاو)

শব্দের মাঝে ও শেষে ‘و’ হরফটি অতিরিক্ত লেখাতে আসে উচ্চারণে আসে না ।

(زِيَادَةُ الهَاء)

(শব্দের শেষে ‘ه ' হরফটিকে অতিরিক্ত লেখা যায় ।)

الباب السادس

(الحُرُوْف الَتِي تُحْذَف مِنْ الكِتَابَة وَ لَا النُطْق)

লেখাতে যেই হরফগুলো লেখতে হয় না কিন্তু উচ্চারণে আসে

الدرس الأول

(الأَلِف)

الدرس الثاني

(المِيْم)

الدرس الثالث

(النُوْن)

الدرس الرابع

(مَا الزَائِدَة الكَافَّة)

الدرس الخامس

(مَا الزَائِدَة غَيْر الكَافَّة)

(عَلَامَاتُ التَرْقِيم)

আরবীতে সকল যতি চিহ্ন

আরবী নাম	চিহ্ন		আরবী নাম	চিহ্ন	
عَلَامَة التَابِعِيَّة	=	١١	الفَاصِلَة أو الفَصْلَة	،	١
عَلَامَة التَنْصِيْص	« »	١٢	الفَاصِلَة المَنْقُوْطَة	؛	٢
القَوْسَان	( )	١٣	الوَقْفَة أو النُقْطَة	.	٣
القَوْسَان المَعْكُوْفَان	[ ]	١٤	النُقْطَتَان الرَأْسِيَّتَان	:	٤
القَوْسَان المُزَهَّرَتَان	{ }	١٥	الوَصْلَة أو الشَرْطَة	—	٥
الأَقْوَاس المُثَلَّثَة	< >	١٦	الشَرْطَتَان	— —	٦
الإِشَارَة المَائِلَة	/	١٧	عَلَامَة الِاسْتِفْهَام	؟	٧
الإِشَارَة المَائِلَة المعاكِسة	\	١٨	الِاسْتِفْهَام التَعَجُّبِيّ	!؟	٨
إِشَارَة القُوَّة المَرْفُوْعَة	^	١٩	عَلَامَة التَعَجُّب	!	٩
إِشَارَة الضَرْب	*	٢٠	عَلَامَة الحَذْف	....	١٠

الدرس الأول

الفَاصِلَة (،)

(কেউ কেউ এটাকে আবার الشَّوْلَة و الفَصْلَة و الفَارِزَة বলে।)

১। এমন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক বাক্যের মাঝে الفَاصِلَة ব্যবহার করা হয়, যেই বাক্যগুলো একত্র করলে كَلَامٌ تَامٌّ এর ফায়েদা দিবে । যেমন :

قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آيَةُ المنافق ثَلَاثٌ

◄ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ .

◄ إِنَّ محمداً طَالِب مُؤَدَّب، لا يُؤْذِي أحداً، وَ لَا يَكْذِبُ فِي كَلامِهِ أَبَدا، وَ لَا يُجادِل أَحَدا أَبَدا .

২। বাক্য পাঠকালে সুস্পষ্টতা বা অর্থের পার্থক্য দেখানোর জন্য, যেখানে সল্প বিরতির প্রয়োজন পরে, সেখানে الفَاصِلَة ব্যবহার করা হয়। যেমন :

◄ الصِدْقُ فَضِيْلَة، وَ الكِذْب رَذِيلَة، وَ الحَسَد عَجْز .

◄ الدُنْيا خَيْر كِتَاب، وَ الزَمَان خَيْر مُعَلِّم، وَ الله خَيْر الأَصْدِقاء .

الدرس الثالث

(الوَقْفَة أو النُقْطَة (.))

১। পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে অর্থাৎ (যার পরে আর কোন কথা থাকে না এবং বাক্যোটির মাঝে مَعْنى التَعَجُّب أَوْ الاِسْتِفْهَام থাকবেনা) এমন বাক্যের শেষে الوَقْفَة أو النُقْطَة ব্যবহার করা হয় । যেমন:

◄ خَيرُ الكَلامِ مَا قَلَّ وَ دَلَّ، وَ لَمْ يَطِلْ وَ لَمْ يَمِل .

◄ آمَنْتُ بِالله. القَنَاعَةُ كَنْزٌ لَا يَفْنَى. الحَديقَة وَاسعةٌ.

২। কবিতার শেষে الوَقْفَة أو النُقْطَة ব্যবহার করা হয় ।

যেমন :

◄ إِذَا أَغْلَقَتْ الشِتَاءُ أَبْوَاب بَيْتِك وَ حَاصَرتْك تِلالُ[১] الجَلِيْدِ مِنْ كُلّ مكانٍ، فَانتَظِرْ قُدومَ الرَبيعِ،

وَ إِذَا جَاء الرَبِيْعُ فَافتَحْ نَوَافِذَك لِنَسَمَات الهَوَاء النَقِيّ،

وَانظُرْ بَعِيْدا فَسَوْفَ تَرى أَسْرابَ[২] الطُيُوْر وَ قَدْ عَادَتْ تُغَني،

وَ سَوفَ تَرى الشَمْسَ وَ هِيَ تُلْقِي خُيُوطَها الذَهَبِيّة[৩] فَوْقَ أَغْصَانِ الشَجَر.

الدرس التاسِع

(عَلامَة التَعَجُّب (!))

(কেউ কেউ এটাকে আবার عَلامَة الإنْفِعَال কিংবা عَلامَة التَأَثُّر বলে)

১। বিস্ময় , খুশি , দুঃখ , দোয়া , হতভম্ব , সাহায্য , স্বাগত , আশা , আফসোস , প্রশংসা , নিন্দা, সর্তক , উদ্বুদ্ধ , এই জাতিয় বাক্যতে عَلامَة التَعَجُّب ব্যবহার করা হয় । যেমন :

আরবী নাম	বাংলা নাম	উদাহরণ	আরবী নাম	বাংলা নাম	উদাহরণ
التَعَجُّبُ	বিস্ময়	مَا أَجْمَلَ الطَبِيْعَةَ!	التَمَنِّي	আশা	لَيتَ اللَيْلُ يَنْجَلِي!
الفَرَحُ	খুশি	يَا بُشْرَاى! يَا فَرْحَتاه!	التَأَسُّف	আফসোস	أَسَفِي عَلى الأَحْرَار!
الحُزْنُ	দুঃখ	وَا حَسْرَتاه! وَا مُصِيْبَتاه!	المَدْح	প্রশংসা	نِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ !
الدُعَاء	দোয়া	رَبِّي وَفَّقنِي! تَبًّا لَكَ أيُّها الخَائِن!	الذَمّ	নিন্দা	بِئْسَ اللَئِيم !
الدهشة	হতভম্ব	يَا لجمال الخَضْرة فَوق الربا !	التحذير	সর্তক	إِيَّاكَ وَالكِذْب!
الاِسْتِغَاثَة	সাহায্য	يَا لِلناس لِلفَقِير !	الإِغْرَاء	উদ্বুদ্ধ	العَمَلَ العَمَلَ!
التَحْبِيْذ	স্বাগত	مَرْحَى لَكَ مَرْحَى !			

বাংলাতে যতিচিহ্নের ব্যবহার

	চিহ্ন	বাংলা নাম		চিহ্ন	বাংলা নাম
১	,	কমা বা পাদচ্ছেদ	১১	‘ ’	একক উদ্ধৃতি চিহ্ন
২	;	সেমিকোলন	১২	“ ”	যুগল উদ্ধৃতি চিহ্ন
৩	।	দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ	১৩	( ) { } [ ]	ব্র্যাকেট (বন্ধনি চিহ্ন)
৪	?	প্রশ্নবোধক চিহ্ন	১৪	√	ধাতু দ্যোতক চিহ্ন
৫	!	বিস্ময় ও সম্বোধন চিহ্ন	১৫	<	পরবর্তী রূপবোধক চিহ্ন
৬	:	কোলন	১৬	>	পূর্ববর্তী রূপবোধক চিহ্ন
৭	—	ড্যাস	১৭	=	সমান চিহ্ন
৮	:—	কোলন ড্যাস	১৮	...	বর্জন চিহ্ন
৯	-	হাইফেন	১৯	.	সংক্ষেপণ চিহ্ন
১০	’	ইলেক বা লোপ চিহ্ন	২০	(/)	বিকল্পচিহ্ন

আমাদের আরো কিছু কিতাব

أَيْسَرُ التَّرَاكِيْبِ

সহজে তারকীব শিখি

তারকীব

প্রথম খন্ড

শাহিদ বিন মোহাম্মদ

أَيْسَرُ التَّرَاكِيْبِ

সহজে তারকীব শিখি

তারকীব

দ্বিতীয় খণ্ড

শাহিদ বিন মোহাম্মদ

قِرَاءَةُ الأَعْدَادِ وَ الأَوْقَاتِ
সংখ্যা ও সময়ের ব্যবহার
শাহিদ বিন মোহাম্মদ

সিলসিলাতুল আফয়াল

أَبْوَاب الثُلاثِي المُجَرَّد

الدَرْس	البَاب	المَاضِي	المُضَارِع	الأَمْر	النَهي
الدَرْسُ الأَوَّلُ	صَحِيْح	فَعَلَ	يَفْعَلُ	اِفْعَلْ	لَا تَفْعَلْ
الدَرْسُ الثَانِي	مَهْمُوْز فَاء	أَكَلَ	يَأْكُلُ	كُلْ	لَا تَأْكُلْ
الدَرْسُ الثَالِثُ	مَهْمُوْز عَيْن	سَأَلَ	يَسْأَلُ	اِسْأَلْ	لَا تَسْأَلْ
الدَرْسُ الرَابِعُ	مَهْمُوْز لَام	قَرَأَ	يَقْرَأُ	اِقْرَأْ	لَا تَقْرَأْ
الدَرْسُ الخَامِسُ	مِثَالِ وَاو	وَضَعَ	يَضَعُ	ضَعْ	لَا تَضَعْ
الدَرْسُ السَادِسُ	مِثَالِ يَاء	يَقِنَ	يَيْقَنُ	اِيْقَنْ	لَا تَيْقَنْ
الدَرْسُ السَابِعُ	أَجْوَف	قَالَ	يَقُوْلُ	قُلْ	لَا تَقُلْ
الدَرْسُ الثَامِنُ	نَاقِص	دَعَا	يَدْعُوْ	أُدْعُ	لَا تَدْعُ
الدَرْسُ التَاسِعُ	مُضَاعَف	ظَنَّ	يَظُنُّ	ظُنَّ	لَا تَظُنَّ
الدَرْسُ العَاشِرُ	لَفِيْف مَفْرُوْق	وَفَى	يَفِيْ	فِ	لَا تَفِ
الدَرْسُ الحَادِيَ عَشَرَ	لَفِيْف مَقْرُوْن	طَوَى	يَطْوِيْ	اِطْوِ	لَا تَطْوِ
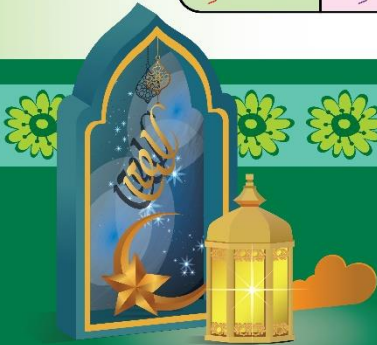
প্রথম খণ্ড

শাহিদ বিন মোহাম্মদ

হাফেজে কুরআন
তথ্য বই

আমাদের কিতাবগুলো আপনি পাইকারি বা খুরচা নিতে পারবেন।

মাদরাসার শিক্ষকদের

জন্য থাকবে বিশেষ মূল্য ছাড়

(যোগাযোগ)

মাকতাবাতুল কোরআন

বামনপাড়া, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

☎ **Whats App + imo =**

০১৭৯২ - ২২ ১৩ ৭৩

“মাদরাসার বৈশিষ্ট্য”

১। প্রাথমিক পর্যায়ে আরবী ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে পাঠদান। পরবর্তীতে স্তর তারতম্য হিসেবে আরবীর সাথে বাংলা, উর্দূ ও ইংরেজিতে তালিবুল ইলমকে দক্ষ করে গড়ে তোলা।

২। আরবীতে পড়া, লেখা, কথাবলা ও শোনা অর্থাৎ আরবী ভাষা শেখার মৌলিক এই চারটি বিষয়কে সমান ভাবে গুরুত্ব দেওয়া।

৩। দরসের সবক দরসেই আত্মস্থ করা এবং শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সবসময় তাকরার ও মুতালা'আর নেগরানি।

৪। আরবী, বাংলা, উর্দূ ও ইংরেজিতে সুন্দর হস্তাক্ষর, শ্রূতিলিপি ও দ্রূত লিখন অনুশীলন।

“ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যসমূহ”

১। ৮ থেকে ১২ ই শাওয়াল পর্যন্ত ভর্তি চলবে।

২। হাফেজে কোরআন অথবা বিশুদ্ধভাবে কোরআন পড়ার যোগ্যতা থাকতে হবে।

৩। দেখে দেখে বাংলা পড়ার যোগ্যতা থাকতে হবে।

৪। ভর্তি বাবদ ২০০০ টাকা। প্রতিমাসে ওযিফা (খানা) ২০০০ টাকা এবং আবাসিক ৫০০ টাকা। মোট ২৫০০ টাকা।

৫। ভর্তির সময় অভিভাবককে উপস্থিত থাকতে হবে।

“পরীক্ষা ও বিরতি”

১। ৭ই জিলহজ্জ থেকে ১৭ই জিলহজ্জ পর্যন্ত কোরবানির বিরতি।

২। প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার পরে ৭ দিন করে বিরতি থাকবে।

৩। প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহ বৃহস্পতিবার থেকে শক্রবার মাগরিব পর্যন্ত বিরতি থাকবে।

مدرسة القرآن

بامن باره، بهيرامارا، كشتيا، بنغلاديش.

মাদরাসাতুল কোরআন

বামনপাড়া, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

পরিচিতি

মাদানী নেছাব ও বেফাকুল মাদারিসের সমন্বয়ে

একটি আদর্শ কওমী মাদরাসা

পরিচালক

মাওলানা শাহিদ-বিন মুহাম্মাদ

মুঠো ফোন ঃ ০১৭৯২ ২২১৩৭৩,

E-mail : madrasatulquran2018@gmail.com

“উপদেষ্টামণ্ডলী”

১। হাফেয মাওলানা আবু দাউদ সাহেব। মুহতামিম, আশরাফুল উলূম মাদরাসা, মঙ্গলবাড়ীয়া, কুষ্টিয়া।

২। মাওলানা হাবিবুর রহমান মুনীর নদভী সাহেব। সাবেক শিক্ষক মাদরাসাতুল মাদীনাহ্, ঢাকা।

৩। মুফতি আব্দুল হামিদ সাহেব। মুহতামিম,বড় আইলচারা জামিয়া ইসলামিয়া বালক বালিকা মাদরাসা, পোড়াদহ, কুষ্টিয়া।

৪। মাওলানা শামসুল হক সাহেব। মুহতামিম, ইদ্রিস আলী বিশ্বাস ইসলামিয়া মাদরাসা, আল্লারদর্গা, কুষ্টিয়া।

৫। মাওলানা ফিরোজুল আলম সাহেব। মুহতামিম, বাইতুন্ নূর আদর্শ মহিলা মাদরাসা, সোনাইকুন্ডি,আল্লারদর্গা,কুষ্টিয়া।

৬। মুফতি রেজাউল করিম সাহেব। মুহতামিম, মারকাজুল উলুম মাদরাসা,আটিগ্রাম (ধাপাড়িয়া),ছাতিয়ান, মিরপুর, কুষ্টিয়া।

৭। মুফতি আব্দুস সালাম ফারুকী সাহেব। ইমাম, বিদ্যুৎ কেন্দ্র জামে মসজিদ, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

৮। মাওলানা আবু বকর সাহেব। মুহতামিম, ১২ মাইল নূরানী মাদরাসা, ১২ মাইল, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

৯। মুফতি আব্দুল্লাহ-আমজাদ সাহেব। সাতবাড়ি ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

১০। মোঃ শাহিনুর রহমান শাহিন।

প্রতিষ্ঠাতা ও সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক

হাজী মুহাম্মদ আলী

০১৭১২ ০৫১৯৩৩

ভর্তি চলছে

মাদানী নেছাবে **প্রথম বর্ষ** (মিযান) ও **দ্বিতীয় বর্ষ** (নাহবেমীর জামাতে)

আবাসিক মক্তব বিভাগ (আরবী, বাংলা, অংক, ইংরেজি সহ)

মাদরাসাতুল কোরআন

মাদানী নেছাব ও বেফাকুল মাদারিসের সমন্বয়ে

একটি আদর্শ কওমী মাদরাসা

বামনপাড়া, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

মুঠোফোন ঃ ০১৭৯২২২১৩৭৩, ০১৮৪২২২২৮৭৬

Email : madrasatulquran2018@gmail.com Facebook : মাদরাসাতুল কোরআন